Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 19 – 26
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

মনসার মানবিক সত্তার উন্মোচনে নেতা-মনসার সম্পর্ক

মোসাহিদা খাতুন
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়
Email ID : mosahidakhatun1998@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Anarya Devi, Hypocrisy, Violence, Jealousy, Ferocity, Kinship, Selfishness, Worship, Converted.

Abstract
Manasa mangal Kavya is exceptional among Mangal Kavyas. In Vijay Gupta's Manasa mangal kavya; Manasa is presented in a different way beyond all gods and goddesses. Manasa is the snake goddess.The fear of snakes was strong in India and Bangladesh at that time. From fear comes devotion. Like other goddesses, Manasa was not worshiped out of the love but worshiped out of fear. Manasa is imaginary born goddess of Anarya; people are not able to accept as goddess. So Manasa performed the puja with severe punishment by force and intimidation. The dispute between Manasa and Chand Saudagar is the dispute between Anarya Devi and high merchant community. Manasa has repeated failed and disputes. Failure brings success to people, requiring more hard work and better planing, Manasa is an exception. Manasa is a low class goddess, so can't do modern thinking, tricks. Repeatedly failing and giving up in the corner of the house, starving, crying tears of sadness. Rajok kumari Neta originated from shiva's tears. Rajok kumari Neta advises shiva's daughter Manasa on what to do next. Selfishness, envy, jealousy, ferocity, tyranny, deceit, hypocrisy etc. are manifested for the practice of Manasa Marte puja. Manasa is not able to take decision on what needs to be done to promote worship in Marty. The lower class goddesses are therefore manifested in inferiority. The worship of Manasa was not popularized by proving the victory of his power in the conflict with Chand saudagar.

Manasa puja is established through three levels. In the first stage, worship was obtained from two brothers, Juaru Latik, Gop Rakhal Barui and Kumar, Cattle owner Jatrabor, Jhalu Malu, a representative of the fisherman class. Like other gods and goddesses, Manasa has been worshiped very easily and conventionaly the rough dream.

In the second phase, worship became among people who converted from Hinduism to other religions. Manasa of the conflict of faith and disbelief defeats him at every step and propagates worship. In third stage is receiving worship from the then highly conscious and rational people. Here violence, jealousy, ferocity, delusion, deception, kinship, coercion are worshipped. Its representative is Chand Saudagar.

Discussion

মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের ফসল হল মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্য বলতে যে কাব্য পড়ে অথবা শুনে মানুষের কল্যাণ হয়। মঙ্গলের সঙ্গে অবশ্যই জড়িত থাকবে দৈব ভাব; এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সাধারণত ধর্মমঙ্গল ছাড়া সমগ্র মঙ্গলকাব্যে দেবীদের মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে। মাহাত্ম্য প্রচারের ক্ষেত্রে উপর থেকে দৈব আদেশের মধ্যে দিয়ে দেবদেবীদের মর্ত্যে পূজা প্রচলিত হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। মর্ত্যে পূজা প্রচলনের ক্ষেত্রে ব্যাতিক্রমী এক দেবী হলেন মনসা। অন্যান্য দেবদেবীরা মর্ত্যে ভক্তদের কাছে থেকে পূজা গ্রহণ করেছেন, দেবী মনসা ভক্তদের কাছে থেকে পূজা আদায় করেছেন। মনসা মাতৃহীনা 'শিবের স্থলিত বীর্যকে রূপ দিয়ে মনসার জন্ম দিয়েছেন বিশ্বকর্মা'।[১] পাতালে তার আবাস স্থল।

প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে সাধারণত বন্দনা, গ্রন্থ রচনার কারণ বর্ননা, দেবখন্ড, নরখন্ড এবং আখ্যায়িকার বর্ননা এই চারটি অংশে বিভক্ত থাকে। এছাড়াও 'মূখ্যতঃ নায়িকার বারো মাসের সুখ দুঃখের কাহিনীর বর্ননামূলক বারোমাস্যা - অংশ... চৌতিশার অর্থাৎ বিপন্ন নায়ক নায়িকা কর্তৃক চৌত্রিশ আখরযোগে ইস্টের স্তুতি, নায়িকার সজ্জা ও রন্ধনপ্রণালী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য'।[২] মনসার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গল কাব্যে এই বৈশিষ্ট্য গুলির ব্যাতিক্রম ঘটান নি। মনসামঙ্গল কাব্য পড়তে গেলে মনসা - চাঁদের বিবাদ, বেহুলার লক্ষিন্দরের প্রতি পতি প্রেম, চাঁদ সদাগর ও বেহুলার নিজ নিজ লক্ষ্য পথে দৃঢ় সংকল্প, সনকার পুত্র হারানোর শোক ও মনসার প্রতি ভক্তি এগুলো স্পষ্ট ভাবে দেখা গেলেও এই ঘটনা গুলো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনুঘটক ও পরামর্শদাতা রুপে ধোপা ঝি নেতার কৌশল কে অস্বীকার করা যায় না। মনসা ও গৌরীর কোন্দল থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য শিব মনসাকে বনবাসে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। পিতা - কন্যার বিচ্ছেদের মুহূর্তে শিবের অশ্রু থেকে রজক কুমারী নেতার জন্ম হয়। নেতাকে শিব কন্যা হিসাবে নিজের কাছে না রাখার কারণ হিসেবে -

> "মহাদেব বলে মোর কন্যার নাহি সাধ। /এক পদ্মা দিয়া মোর এতেক প্রমাদ।।
> কান্দিয়া বলিল তখন দেব ত্রিপুরারি। /কন্যার সাধ মিটাইয়াছে বিষহরি।।
> ... ...
> মহাদেব বলেন মাতা না করিও ত্রাস। /একত্র হইয়া দোহে থাক বনবাস।।"[৩]

নেতা ও মনসা এক সঙ্গে থাকার শর্ত হিসাবে ত্রিপুরারির কাছে নেতা বর চেয়ে নেন 'আমি যাহা বলি তাহা পদ্মা যেন করে'।[৪] মনসামঙ্গল কাব্যের মনসার জন্ম পালা থেকে অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি পালা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ধোপাঝি নেতার সুকৌশল ও চাতুর্যপূর্ণ চিন্তা ভাবনা স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। দেবখন্ডে নেতার পরামর্শে শিব কন্যা মনসার বনবাসে বিশ্বকর্মা কে দিয়ে পুরী নির্মাণ করিয়েছিলেন। নর খন্ডের শুরুতে নেতার সঙ্গে যুক্তি করে মনসা পিতা ত্রিলোচনের কাছে যাচ্ছেন কীভাবে মর্ত্যে তার পূজা প্রচলিত হবে তার কারণ জানতে। মনসার বচনে শিব বিশ্বকর্মাকে দিয়ে দিব্যঘট তৈরি করায়। সেই ঘট মাথায় নিয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে রাখার বালকদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হন। লাটিক নামক এক চন্ডাল সেই ঘট পূজা করে পরের দিন থেকে খেলায় জিতে যায়। দেবী মনসা মায়া রূপ ধরে রাখার ও ষোলো হাজার গো-ধণ মালিক যাত্রাবরের সব গরু লুকিয়ে রাখেন। রাখাল বালক যখন গরু খুঁজে বেড়ায় তখন যতি রুপ ধরে বাম হাতে কমণ্ডলু ও ডান হাতে কুশা নিয়ে উপবাসী হয়ে কিছু খাবার চাইলে বালকরা পরিহাস করে -

> "এই মত বেশ করি কোন যতি ভিক্ষা করি
> পুরুষ দেখিতে তোর ইচ্ছা।"[৫]

অন্যান্য কোনো দেবীর চরিত্র নিয়ে কোনো বালক এভাবে হীন কথা বলার সাহস পায়নি। এখানে অন্যান্য দেবদেবীর থেকে মনসা স্বতন্ত্র। পরবর্তী ক্ষেত্রে নিদ্রা দেবীর আজ্ঞায় সকল রাখালকে অচেতন করে সর্প আবরনে আভরিত হয়ে মনসা স্বপ্ন দেখান। রাখাল বালকগন পূজার প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনে বিনা দ্বিধায় মনসার পূজা করেন। প্রথাগত ভাবে মনসা রাখাল বালক দের কাছে পূজা পেলেও সম্পূর্ণরূপে মর্ত্যে পূজা পেলন না।

নিম্নশ্রেণির মধ্যে পূজা পেয়েও মনসা 'এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজন প্রীতি!'[৬] তাই মনসা উচ্চ সম্প্রদায়ের ও বনিক শ্রেষ্ঠ চাঁদ সদাগরের কাছে থেকে পূজা আদায়ের জন্য জোর করে বিবাদে লিপ্ত হয়। পরামর্শ দাত্রী নেতা প্রথমে চাঁদের শখের গুয়াবাড়ি কাটার মন্ত্রনা দেয়। ঊনকোটি নাগ নিয়ে নরসিংহ কাটারি দিয়ে চাঁদের শখের গুয়াবাড়ি কোনো কারণ ছাড়াই কেটে দেন মনসা। শখের দাম লাখ টাকা, তাই চাঁদ সদাগর হেতাল বাড়ি হাতে নিয়ে 'কানী ধামনা ভাতার', 'লঘু জাতি কানী' বলে গালি দিতে দিতে মনসার পিছনে ধাওয়া করেন। মনসা ভয়ে পালিয়ে যায়। চাঁদ সদাগরের আদেশে ধনা চাঁদের মিত্র শঙ্কুর গাড়রীকে দিয়ে আবাহন মন্ত্রে নন্দনবাড়ি আবার পূর্বাবস্থায় নিয়ে আসেন।

বিপর্যস্ত মনসা নেতার কাছে উপায় খুঁজতে পরামর্শ চায়। নেতার আদেশে ঊনকোটি নাগ সহ বেশ বাসে পরিপাটি মনসা ধন্বন্তরি শঙ্কুর নগরে গিয়ে উপস্থিত হয়। মালিনীর বেশে দেবীকে দেখে ওঝার শিষ্যের 'কামে মোর দগ্ধ হয় শরীর।'[৭] শিষ্যের ঔষধে ঝাঁঝার লক্ষন কেটে গিয়ে যত পুত্র চাইবে তত পুত্র হবার প্রস্তাব দেয়। মনসা অনার্য দেবী, তাই এই উপহাস শুনতে হয়। শিষ্যের দুষ্প্রবৃত্তের উচিত শাস্তি না দিয়ে নিজের গৃহে চলে গিয়ে নেতার সঙ্গে আবার মন্ত্রনা করতে বসে।

শঙ্কুর ওঝা আবাহন মন্ত্রে পূনর্জীবন দান করেন। তাই নেতার পরামর্শে চাঁদের কাছ থেকে পূজা পাবার জন্য শঙ্কুর ওঝাকে নিধন করার জন্য কৌশল করতে থাকে। মালিনীর বেশ ধরে মনসা ব্যর্থতার পরে, গোয়ালিনী ছদ্মবেশে বিষ দুধ বিক্রয় করেন। মনসার মনোমোহিনী রূপ যা স্বর্গের বিদ্যাধরীর ও নিন্দা হয় সেরকম বেশবসন করেন। বিষ দধি খেয়েও ওঝার মৃত্যু না হলে নেতার পরামর্শে সহেলার রূপ ধারণ করে ধন্বন্তরির স্ত্রী কমলার কাছে গিয়ে অমর শঙ্কুর মৃত্যুর কারণ জানতে চায়। মনসা কমলার কাছে গিয়ে ওঝার মর্মকথা শোনার জন্য কমলার যে পরামর্শ দিয়েছিল তা মনসার নিম্ন রুচির পরিচয় দেয়। সহেলা রূপী মনসাকে বিদায় দিয়ে কমলা -

> "যখন হরিষে ওঝা চাহে আলিঙ্গন। / কোপ করিয়া তুমি বলিও বচন।।
>
> ... ...
>
> মর্ম বৃত্তান্ত জানিও মৃত্যু কাহার হাতে।"[৮]

কামে অচেতন ওঝা মহাজ্ঞানের কথা জানালে ঘরের মধ্যে শ্বেত মাছি হয়ে রহিল বিষহরি। ভাদ্র মাসের মঙ্গলবার অমাবস্যাতে ওঝা ও কমলা সঙ্গম অবস্থায় ব্রহ্ম তালুতে বজ্রঠোকর দেয় তক্ষক সঙ্গে মন্ত্রবলে ঔষধ হরণ করে মনসা। কমলা নিদ্রায় অচেতন। ওঝাকে বাঁচাতে শিষ্য ধোনা মোনা হিমালয়ের মলেয়া মন্দার মেরু থেকে বিশল্যকরনী নিয়ে ফেরার পথে মনসা কপটতা করে ঔষধ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। ওঝার নির্দেশ মতো ওঝাকে চার খন্ড করে কেটে চারি দিকে পুঁতে দিতে গেলে মনসা ব্রাহ্মণীর বেশ ধরে বলেন -

> "গুরুরে কাটিবে হেন বলে কোন জন।
>
> ... ...
>
> কনিষ্ঠ অঙ্গুলি (কাটি) করব পোতন।"[৯]

ব্রাহ্মণী রূপী মনসার কথায় সকলে সম্মত হয়ে ওঝার কড়ে আঙুল কেটে উত্তর দিকে পুঁতে দিয়ে অবশিষ্ট শরীর কলার ভেলাতে করে জলে ভাসিয়ে দেয়। তাই উত্তরের ঔষধের তেজে নাগ গন পালিয়ে যায়। ওঝার দেহ কালস্রোতে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন না, মনসা গঙ্গা দেবীর নিকট রেখে আসলেন প্রয়োজনে নিয়ে যাবেন।

নিম্নশ্রেণির ও নিম্ন চিন্তাভাবনা যুক্ত মানুষের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সবসময় হীনমন্যতায় ভোগা। মনসা দেবী হয়েও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মৃতকে পূনর্জীবন দান করতে পারে শঙ্কুর ওঝা। পরম পরাক্রমশালী ওঝা কে কপটতা করে মৃত্যুর মন্ত্র বীজ জেনে নিয়ে হত্যা করার পরেও নিজের মধ্যে Confident আনতে পারছেন না দেবী মনসা। চাঁদ সদাগরের সঙ্গে গুয়াবাড়ী কাটা সংক্রান্ত ঘটনায় মনসা চরম লাঞ্ছিত হয়েছেন। ওঝার মৃত্যুর পরেও মনসা তার ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছে না। ঊনকোটি নাগ সঙ্গে রজক কুমারী নেতাকে নিয়ে সর্প অলংকারে ভূষিত

হয়ে চাঁদ সদাগরের সঙ্গে জোর করে বিবাদ বাড়ানোর জন্য চম্পক নগরে গিয়ে মনসার বিষ দৃষ্টিতে উপবন ভস্ম করেন। চর মুখে শুনে চাঁদ সদাগর গিয়ে দেখলেন ভস্ম বাগান এবং বুঝলেন মনসার কীর্তি। চাঁদ সদাগর উপায় হিসাবে -

"মহাবিদ্যা জপিয়া অভ্যক্ষন দিল।
মন্ত্রবলে উপবন ততক্ষণে জীল।।"[১০]

মনসা চিন্তায় ভয়ে খাওয়া নাওয়া বাদ দিয়ে সজল নয়নে ঘন শ্বাস ফেলতে থাকে পরাজয়ের কথা ভেবে অধর, ওষ্ঠ্য শুকিয়ে যাচ্ছে। দ্বন্দ্ব, বিবাদে জয় পরাজয় থাকে। পরাজয়ের পরে নতুন করে জয়ের জন্য ত্রুটি গুলো খুঁটিয়ে দেখা, আলোচনার মাধ্যমে পুনরায় মূল্যায়ন করে সমস্যার সমাধান বের করে, আবার নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে সেজে ওঠা মনসার উচিত ছিল। মনসার চাঁদের কাছে পরাজয়ে নিজের অস্তিত্বের প্রতি আস্তা হারিয়ে ফেলেছেন। তাই দুয়ার বন্ধ করে সিংহাসনে শুয়ে অনাহারে চোখের জলে দিন কাটাচ্ছেন। নিম্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে নিজের প্রতি আস্তার অভাবে এটি ঘটে; মনসা দেবী হয়েও মানবী হয়ে উঠেছেন। নাগ জাতির শ্রেষ্ঠ ও প্রধানা দেবী মনসা হীনমন্যতায় ভুগছেন তাই নিম্ন পদের আসীন রজক কুমারী নেতা ও ঊনকোটি নাগ নিয়ে মন্ত্রনালয়ে বসলেন। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে চাঁদ সদাগরের পরাজয়ের উপায় অনুসন্ধান করতে থাকেন, সঙ্গে মনসার মনে দুঃখ দূরকরার উপায় চিন্তা করতে থাকেন।

সম যুদ্ধ ও সম চিন্তা ভাবনায় বীরকে পরাজিত করতে না পারলে রুপজ মোহ দিয়ে দুর্বল করার কপট কৌশল নিম্ম চিন্তাভাবনার মানুষের মধ্যে দেখা যায়। মনসা রূপজ মোহ দিয়ে চাঁদ সদাগরের কাছে উপস্থিত হয়ে মহাজ্ঞান হরণের জন্য অলংকারে অলংকৃত হয়ে নটীর বেশ ধরে ও শ্রীকৃষ্ণের তনয় কামদেবকে সঙ্গে নিয়ে চাঁদ সদাগরের কাছে উপস্থিত হয়। কামের পঞ্চবাণে চাঁদ অচেতন হয়ে নটী বেশী মনসার কাছে আলিঙ্গন চাইলে মনসা কৌশলে মহাজ্ঞান জানতে চায়।

"বিধাতা বিমুখ হইলে বুদ্ধিহীন হয়।
নটীর কানে চান্দ মহাজ্ঞান কয়।।"[১১]

পরম পরাক্রমশালী বীরের রূপোজ মোহে পরাজয়কে ভাগ্যের পরিহাস বলে ধরা হয়। গোপনীয়তা ও গাম্ভীর্যপূর্ণ আচরণ ও সুকৌশলে কাজ হাসিল করা উচ্চ শ্রেণির ক্ষেত্রে সম্ভব। মনসা ছলনা করে মহাজ্ঞান হরণের পরে চাঁদ সদাগরের জানিয়ে দিয়েছেন -

"মহাজ্ঞান হরিলাম পাতিয়া মায়াজাল।
আজি হতে করিব তোমার সংসার পাখাল।"[১২]

হেতাল বাড়ি নিয়ে দৌড়ে মনসাকে ধরতে হাত বাড়ালে লাথি মেরে চাঁদের ছয় দাঁত ভেঙে দেয়। মহাজ্ঞান হারিয়ে চাঁদ সদাগর মনসার উপর প্রতিশোধ নিতে চম্পকনগরী তে মনসার পূজা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, উঠতে বসতে মনসার গালি পাড়ে। তথাস্তু! বললে দেবতাদের মধ্যে যেকোন কাজ নিমেষে হয়ে যায়; কিন্তু চাঁদের বংশ নাশ করার উপায় খুঁজতে মনসার দশ বিশ দিন লেগে যায়। এক্ষেত্রে মনসার দৈবী সত্তা নিয়ে সাধারনের সন্দেহ হয়। অনার্য দেবী মনসাকে দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে প্রতি পদক্ষেপে পরীক্ষা দিতে হয়।

মনসা অনার্য; তিনি বর্বর, অত্যাচারী নয়। চরম প্রতিশোধ নিয়ে সেদিকে থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন নি। চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্রকে কপটতা করে বিষ ভাত খাইয়ে হত্যা করলেও, চরম ভক্ত সনকার দুঃখের কথা ভুলে যান নি। ছয় কুমার বধ করে বংশ নির্বংশ করার পরেও সনকার দুঃখের কথা চিন্তা করে কষ্ট পায়। একদিকে পুত্র শোকে উপবাসে, অনাহারে আছে পরম ভক্ত সনকা অপর দিকে মর্ত্যে মনসার পূজা প্রচলিত হচ্ছে না। দুই চিন্তায় অস্থির মনসা নেতার কাছে যুক্তি চাইলে উপায় হিসাবে চম্পক নগরে কামরূপ ধরে ঝালু মালু দুই ভাইয়ের স্বপ্ন দেখাতে বলেন নেতা। চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ, ছয় পুত্র বধ করেও উচ্চ শ্রেণির প্রতিনিধির কাছ থেকে পূজা পেলেন না তখন ঝালু মালু রূপক নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আর্থিক স্বচ্ছলতার লোভ দেখিয়ে মনসা পূজার আধিপত্য বিস্তার করতে লাগলেন। অনার্য দেবী মনসা তাই হৃদয়ের ভক্তিতে নয়; ভয় ও লোভ থেকে পূজা করেছেন ভক্তগণ। নেতা উন্নত চিন্তার ও জ্ঞানের

অধিকারী তাই মনসাকে নিম্ন শ্রেণি থেকে উচ্চ শ্রেণিতে ধীরে ধীরে পূজা প্রচলিত হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। আর্থিক অস্বচ্ছল মানুষকে আর্থিক লোভ দেখালে সহজেই বশ্যতা মেনে নেবে ও পূজা প্রচলিত হবে তার জন্য জেলে শ্রেণির প্রতিনিধি ঝালু মালুর পূজার মাধ্যমে নিম্ন শ্রেণির সকলের মধ্যে পূজা চলছে।

সর্বোচ্চ ক্ষমতা হস্তগত করতে গেলে কপটতা, ছলনা, নিম্ন প্রবৃত্তি, লোভ দেখানো এগুলোর পাশাপাশি আত্মীয়তার সোদর সম্পর্কেরও প্রয়োজন হয়; রজক কুমারী নেতা তা জানেন। তাই নেতার মন্ত্রনাতে মনসা মাসির ছদ্মবেশে সনকার কাছে গিয়ে ছয় পুত্রের শোকের সান্ত্বনা দেয়। চাঁদ সদাগর বানিজ্যে যাত্রা করলে বারো বছর দেখা হবে না জানিয়ে সনকাকে ঝালু বাড়ির পূজা তে গিয়ে মনসার কাছে পুত্র বর চেয়ে নিতে বলেন। মনসা সনকার পুত্র বর দিলেন ঠিকই কিন্তু নিজের সুবিধা অনুযায়ী, নিজের প্রয়োজনে শর্তসাপেক্ষ মূলক -

"হইলে মাত্র আনিব হরিয়া।।
কর্ণ বেধে আনিব হরিয়া।।
অন্নপ্রাশন আনিব হরিয়া।।"[১৩]

সনকা এ বরে রাজি না হলে 'বিয়ার রাত্রে আনিব হরিয়া'[১৪] এই বরে ইতস্ততঃ করলে নেতার পরামর্শে সনকা পুত্রকে চির কুমার রাখার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এ বর গ্রহণ করেন।

মনসা অনার্য দেবী। তাই মর্ত্যে পূজা অসম্পূর্ণ তেমনি স্বর্গে তাঁর অবস্থান খুবই সংকীর্ণ ও তুচ্ছ। স্বর্গে মনসা কে দেখলে দেবদেবীদের মনে প্রশান্তি নয় ত্রাস জাগ্রত হয়। সনকার দুঃখ স্বর্গে পৌঁছে গেছে তবুও কপটের ভান্ডারী মনসা তাঁর পুত্রদের ফিরিয়ে দিচ্ছে না। সনকার শোক স্বর্গের পর্বত শিখরে ভ্রমণরত অনিরুদ্ধ, উষার হৃদয়ে আঘাত করে। মনসা সনকার পুত্র বর দিয়েছেন, কিন্তু পুত্র কোথায় পাবেন এই চিন্তায় অস্থির। মনসা দেবী কিন্তু দেবধন কিছুই নেই। অনিরুদ্ধ সনকার উদরে জন্ম নেওয়ার ও উষার জন্ম সাহে বানিয়ার ঘরে হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে অনিরুদ্ধ।পদ্মার অষ্টনাগ এই কথা শুনে মনসাকে জানালে মনসা স্বর্গে গিয়েও কপটতার কমতি দেখায় নি। নেতার পরামর্শে মনসা অলংকারে ভূষিত হয়ে স্বর্গে শিবের দুয়ারে গিয়ে উপস্থিত হয়। পদ্মার বিকট মূর্তি দেখে অন্যান্য দেবতারাও ভয় পেয়ে যায়। ঊষা ও অনিরুদ্ধ তার ব্যতিক্রম নয়। মনসার বিষ নজরে উষা স্থির হয়ে নৃত্যে অব্যহতি দিলে, বিনা আদেশে নৃত্যে অব্যহতি দেওয়ার অপমান বোধ করে কপট মনসা 'মোর শাপে জন্ম গিয়া লও মহীতল।'[১৫] স্বর্গে সহমরনের পর মনসা মর্ত্যে নিয়ে আসতে চাইলে যম তার অধিকার ছাড়তে চায় না। মনসা জোর করে যমের অধিকার কেড়ে নিয়ে যমালয়ের শান্তি ভঙ্গ করতে চায় শুরু হয়ে যায় মনসা-যমের সঙ্গে যুদ্ধ। মর্ত্যে মনসার পূজা অসম্পূর্ণ থেকে গেলো, সর্গে মনসা কে দেখে দেব, দেবী, কিন্নর, কিন্নরী সকলেই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকেন। স্বর্গেও মনসার প্রতি কেউ আস্তা রাখতে পারছে না। নিম্ন শ্রেণির দেবী তাই স্বর্গ, মর্ত্যে, পাতাল পর্যন্ত মনসাকে কেউ সাদরে গ্রহণ করন নি। যমালয়েও মনসা দ্বন্দ্ব শুরু করে দিলেন। অর্থাৎ অনার্য দেবী মনসা নিজের সম্মান ও পূজা প্রচারের জন্য সর্বত্রব্যাপী অশান্ত করে তুলছেন। যমালয়ও তাকে সহজ ভাবে মানছে না।মনসা দেবী কি না তার প্রমাণের জন্য প্রতি পদক্ষেপে সর্বত্র তাকে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। নেতার পরামর্শে ঊনকোটি নাগ সঙ্গে মনসা একদিকে, অপরদিকে যমরাজ, তার দুই শালা জয়ধর্ম ও জয়মঙ্গলা সঙ্গে পাঁচশত দূত; উভয় পক্ষের তুমুল লড়াই চলে। দুই পক্ষ যুদ্ধ ক্লান্ত হয়ে নিজেদের দলের মধ্যে মন্ত্রনা চালাতে থাকে। নেতার পরামর্শে মনসা আবার যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে ঊনকোটি নাগ নিয়ে উৎসাহ দিতে দিতে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়। অন্যদিকে যমরাজ চৌদ্দ জন সৌন নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে এসে উপস্থিত হয়। কপটের ভান্ডারী মনসা অসম যুদ্ধ করে। দুই পক্ষে বান মারামারি করেন। নেতার বচনে মনসা নাগপাশে যমরাজকে বন্দি করেন। রবির কোঙর যমরাজকে তিন দিন বন্দী করেন মনসা। সপ্ত ঋষিকে সঙ্গে নিয়ে নারদ ব্রহ্মার কাছে আসেন। ব্রহ্মার পরামর্শে নারদ সপ্ত ঋষিকে সঙ্গে নিয়ে মনসার কাছে গিয়ে অনুরোধ করলে বন্দিশালা থেকে জমকে নিস্কৃতি দেন মনসা। সপ্ত ঋষি সহ যম মনসার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। অর্থাৎ উর্দ্ধালোক ও মনসার কাছে পরাজিত হয়। মনসার শক্তিতে উর্দ্ধালোকের কাজে ব্যাঘাত ঘটতে শুরু করে। অনিরুদ্ধ উষার প্রাণ নিয়ে আপন ভবনে চলে আসেন মনসা।

বায়ু রূপে অনিরুদ্ধ সনকার গর্ভে প্রবেশ করে। চাঁদ সদাগর সমুদ্র যাত্রার আগে সনকাকে গর্ভপত্র লিখে দেন কন্যা হলে শশীকলা ও পুত্র হলে লক্ষিন্দর নাম রাখতে বলেন। বানিজ্য যাত্রা শুরুর আগে সনকা আপন মনে ঘরের কোনে স্বামীর মঙ্গল কামনায় স্বামীর অগোচরে মনসার পূজা করতে থাকে। চাঁদ সদাগর জানতে পেরে বাম পায়ে ঘটে লাথি মেরে ঘট ভাঙে। সদাগরের কাছে পূজা পেলো না উল্টে অপমানে মনসার বিষ চক্ষু আবার জ্বলে ওঠে। চৌদ্দ ডিঙ্গা পন্য নিয়ে বানিজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন চাঁদ সদাগর, পিছু লেগে থাকেন মনসা। গঙ্গার পূর্ব কূলে শিবের বাসস্থানের দিকে চাঁদ সদাগর বানিজ্য যাত্রার প্রস্তুতি নেয়, সাতটি স্বর্ণ ব্রাহ্মণ কে দিয়ে গঙ্গার কূলে রাত্রে থাকার ব্যবস্থা করেন। নেতার সঙ্গে যুক্তি করে মনসা ধনপতির পুত্র শ্রীপতিকে স্বপ্নাদেশ গঙ্গার কূলে মনসার মন্ডপ তুলতে আদেশ দেন। বিশ্বকর্মাকে দিয়ে মন্ডপ তুললেও চাঁদ সেই মন্ডপে পূজা দান করেন নি। ছলনা, কপটতা, ছদ্মবেশ ধারণ, সোদর আত্মীয়তার সম্পর্ক করেও মনসা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পরে কীট পতঙ্গ, শামুক, কুমির প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে যাত্রাপথের অবরোধ করে চাঁদের কাছে থেকে মনসা পূজা পেতে চায়। এখানেও ব্যর্থ হয় মনসা।মনসা বারবার ব্যর্থ হয়ে সরাসরি নিজে নয় ভক্তকে দিয়ে পূজা আদায় করতে চায়। ধীবর অর্থাৎ জেলে কৈবর্ত; চাঁদের কাছে মনসার মাহাত্ম্য কথা বলেন। চাঁদ সদাগর কৈবর্তকে ডিঙাতে তুলে নিয়ে যে চরম শাস্তি দিয়েছিল তা কৈবর্ত নয় মনসার শাস্তি ও ব্যর্থতার চিত্র ধরা পড়ে।

মনসা প্রতি পদক্ষেপে বাধা দিলেও বানিজ্যে চরম সাফল্য লাভ করেন সদাগর। প্রবাস থেকে ফেরার পথে চাঁদ নিজের মন থেকে সন্তুষ্টির সঙ্গে সকল দেবদেবীকে পূজা করতে থাকে। হাতে জষ্টি অতি বৃদ্ধা সেজে মনসা চাঁদ সদাগরের পূজা খেতে আসে। মনসা বলে ধনগর্বে আমার পূজা না দিয়ে ফিরলে সমুদ্রে প্রাণ হারাবে। ক্রোধে 'চান্দ বলে কানি তোর লাজ নাই চিতে। / কোন মুখে আইলি তুই মোর পূজা খাইতে।।"[১৬] মনসা সর্বস্য হারানো বৃদ্ধা ও বিনয় নিয়ে চাঁদের কাছে পূজা চাইতে আসলেন। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে উচ্চ শ্রেণির প্রতিনিধি চাঁদ সদাগর প্রবাস থেকে স্বদেশে ফিরে আসার যাত্রা শুরু করা ও অনার্য দেবী মনসার চরম ব্যর্থতা। সর্বস্য দিয়েও অনার্য দেবী মনসা উচ্চ শ্রেণির কাছে থেকে পূজা ভিক্ষা পেলেন না সঙ্গে সদাগরের কাছে থেকে দৈহিক ত্রুটি নিয়ে গঞ্জনা শুনতে হল। মনসা নিম্ন শ্রেণির দেবী তাই করুনা ও পূজা ভিক্ষা পেলেন না; পেলেন শুধু গঞ্জনা ও অপমান।

সমস্ত আস্তা হারিয়ে শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু এই যুক্তি কাজে লাগিয়ে নেতার পরামর্শে মনসা গেলেন মহামায়ার সতীনি গঙ্গা দেবীর কাছে। গঙ্গা জানেন মহেশ্বর ও মহামায়ার পুত্র তুল্য চাঁদ সদাগর। দেবী মহামায়া গঙ্গা বক্ষে চাঁদ সদাগরের কোনোভাবেই ক্ষতি হতে দেবেন না। তাই গঙ্গা দেবী মনসাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করেন। ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লোভে মাতা কন্যার সম্পর্ক ভুলে গিয়ে মনসা ক্রোধে গঙ্গার সব জল বিষে কলুষিত করে দিতে চাইলো। গঙ্গা দেবীর যুক্তিতে নেতার পরামর্শে মনসা গেলেন শিবের কাছে। শিব পিতৃ স্নেহে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছেন কি করবেন। একদিকে কন্যার বায়না ও চরণ ধরে কান্না; পালন না করলে আত্মহত্যার হুমকি অপর দিকে পরম ভক্ত সন্তান তুল্য সদাগরের সর্বনাশ করা; দুই বীপরিত মেরুর দ্বন্দ্ব শিবের পিতৃ হৃদয় বিপর্যস্ত হচ্ছে। ক্ষমতা ও নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার লোভে মনসা উৎসমুখ ভুলে গিয়ে শিবকে দুঃখ কষ্টে জর্জরিত করছেন। পবনপুত্র হনুর সাহায্যে চাঁদের চোদ্দ ডিঙা ডুবিয়ে দেয় ও চাঁদ সদাগরকে জলে ফেলে দেয়। পুত্র তুল্য ভক্তের পরম আর্তনাদ শিবের হৃদয়ে বিদ্ধ করে। তবে শিবের কাছে কন্যা স্নেহ বড়ো হয়ে উঠেছে। স্নেহের দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে মনসা চাঁদের শুধু ডিঙা ডুবানো নয়, সমুদ্রে প্রতি মুহূর্তে কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি দিয়েছে। চাঁদের জীবনের অন্তিম মুহূর্তে নাগরথে পদ্মাবতী কলাগাছের বাকলে পত্র লিখে চাঁদের কাছে পূজা চায়। চাঁদ পূজা প্রত্যাখ্যান করে কলাগাছ হেতালের বাড়ি মারে। কার্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দিশেহারা ক্রোধে অন্ধ দেবী মনসা- "নেতা বলে পদ্মাবতী চান্দর প্রাণ যাবে। / চান্দ মরিলে তোমার পূজা নাহি হবে।।"[১৭] নেতার বচনে চাঁদ কে সমুদ্রের মধ্যে ও তীরে জীবিত রাখলেও চরম লাঞ্ছনা দিতে থাকে। গাভী রূপে কলার বাকল খেয়ে, দাঁড়কাক রূপে চাল হরণ, চিল রূপে মাছ হরণ, কাঁঠাল ভ্রমে ভীমরুলের বাসায় হেতাল বাড়ি দিয়ে চাকে মারা, কাঠ বেচতে গিয়ে কাঠ সাপে পরিনত হওয়া, নাপিতের দ্বারা লাঞ্ছনা, কৃষকের ক্ষেত্রে আগাছার

পরিবর্তে চারাগাছ উপড়ানো, মিতার বাড়িতে ভাত খেতে গিয়ে মনসা কপটতা করে সব ভাত খেয়ে নেওয়া,মিতার বাড়িতে রাতে বিশ্রাম নিতে গিয়ে চোর রূপী মনসার দাসরা নিদ্রায় ব্যহত করা অর্থাৎ প্রতি পদক্ষেপে চাঁদকে কষ্ট দিয়ে মনসা চাঁদের কাছে থেকে আনুগত্য ও পূজা ভিক্ষা চায়। তবে চাঁদ নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

সর্বস্ব হারানো চাঁদ সদাগর রিক্ত নিঃস্ব হাতে ঘরে ফিরে এলেও ঘরে স্ত্রী পুত্রের মুখ দেখে দীর্ঘ দিনের যন্ত্রনার কথা ভুলে যান। মনসা - চাঁদের বিবাদ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এই পর্যায় পর্যন্ত মনসা চাঁদকে জোর করে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল। সর্বস্য হারানো চাঁদ এখন প্রতি পদক্ষেপে মনসার সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়। মনসার বরে সনকার উদরে লক্ষিন্দরের জন্ম, শর্ত ছিল লক্ষিন্দরের বিয়ের রাত্রে মৃত্যু হবে। চাঁদ জোর করে বেহুলা - লক্ষিন্দরের বিবাহ দেন। লক্ষিন্দরের মৃত্যু হল। বেহুলা স্বর্গে দেবতাদের তুষ্ট করে লক্ষিন্দরের জীবন ফিরে পেতে চাইলে মনসার অজুহাত, সকল দেবতাদের সামনে মনসা দোষী প্রমাণিত হয়।

গুরুর অনুসরণ করে ভক্ত। শিব অনুসারী চাঁদ সদাগর। শিবের কন্যার স্নেহে; পুত্র তুল্য ভক্তর ডাকে সাড়া দিতে পারেন নি। শিবের কাছে কন্যার স্নেহ বড়ো হয়ে উঠেছিল। পরম ভক্ত চাঁদের চরম লাঞ্ছনার সময় দেবতা হিসেবে শিব রক্ষা করতে পারেন নি। সন্তান স্নেহে শিব ভক্তকে ভুলে গেছেন। গুরুর অনুসারী শিষ্য চাঁদ ও তার ব্যতিক্রম ঘটান নি। সাত পুত্রের স্নেহে দীর্ঘদিনের বিবাদের কথা ভুলে, নিজের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্যুত হয়ে মনসার পূজা দিয়েছেন। স্নেহের দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে নিজের কাজ সম্পূর্ণ করে নিলেন ছলনা, চাতুর্যের ও কপটের ভান্ডারী মনসা। মনসা অনার্য দেবী, তাই উচ্চ শ্রেণির দেবীদের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়াতে চাইলেও সামাজিক দিক থেকে দূরত্ব থেকেই যায়। যার প্রমাণ স্বরূপ চাঁদ সদাগরের বাম হাতে অবহেলার সঙ্গে পূজা দান ও মর্ত্যে পূজা প্রচলন। জোর জুলুম করে অনিচ্ছাকৃতভাবে পূজা দান।

অনার্য দেবী হওয়ায় সব সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না; নেতা সব সময় ছত্র ছায়া দিয়ে রেখেছে। মনসার পূজা সর্বপ্রথম শিব লাটিক নামক চন্ডালকে দিয়ে ও পরে রাখাল শ্রেণির অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণির মধ্যে দিয়ে প্রচলিত করেছেন। মনসা স্তরে স্তরে পূজা প্রচলিত না করে একেবারে উচ্চ শ্রেনিতে পূজা চেয়ে বসে। শুরু হয় মনসার চরম বিপর্যয়; এটি নিম্ন শ্রেনির মানুষের কৌশলগত একটি ভুল সিদ্ধান্ত। মনসার পূজাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম পর্যায়ে জুয়ারি লাটিককে, গোপ রাখাল বারুই ও কুমার, গোধন মালিক যাত্রাবর ও জেলে শ্রেনির প্রতিনিধি ঝালু- মালু দুই ভাইয়ের কাছে থেকে পূজা পাওয়া। অন্যান্য দেব - দেবীদের মতো মনসা খুব সহজে ও প্রচলিত প্রথা অর্থাৎ স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে পূজা প্রচলিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে হিন্দু ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া মানুষের মধ্যে পূজা প্রচলন; যার প্রতিনিধিত্ব করেছিল— হাসান - হোসেন, হোসেনের শালা আবদুলা, কাজি, তকাই মোল্লার মধ্যে দিয়ে। হিন্দুর পূজাকে ভুত পূজা বলে অবিশ্বাস করে। বিশ্বাস - অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে মনসা ছলনা করে প্রতি পদক্ষেপে পরাজিত করে পূজা প্রচলিত করেন।

তৃতীয় পর্যায়ে, তৎকালীন উচ্চ চেতনাযুক্ত ও যুক্তিপূর্ণ মানুষের কাছ থেকে পূজা গ্রহণ। এখানে হিংসা, ঈর্ষা, উগ্রতা, মায়া, ছলনা, সোদর সম্পর্ক জোর-জুলুমের মধ্য দিয়েই পূজা আদায় করেছেন। যার প্রতিনিধি চাঁদ সদাগর।

হঠাৎ সমাজের আমূল পরিবর্তন সমাজ মেনে নিতে পারে না; তেমনি মনসার পূজা হঠাৎ প্রচলন জনগণ মেনে নিতে পারছে না। নিম্ন শ্রেণির প্রতিনিধির কোনো সিদ্ধান্ত সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সহজেই মেনে নেবেন কখনো সম্ভব নয়। শুরু হয়ে যায় চিন্তা ও আদর্শের সংঘাত। যার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি মনসা মঙ্গল কাব্যে। শঙ্কুর ওঝার কাছে থেকে মনসা পূজা না পেলেও;শঙ্কুর পরাজিত করার মাধ্যমে উচ্চ শ্রেণি রূপ চাঁদ সদাগরের কাছে পৌঁছানো সহজ হয়েছিল। তাঁর হীনম্মন্যতা, সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা, ঈর্ষা, হিংসা দেবত্ব প্রচারের জন্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হওয়া – সবই মানবিক সত্তার বহিঃপ্রকাশ। প্রতিটি স্তরে মনসাকে দেবী হিসাবে প্রমাণ দিতে হয়েছে। যুক্তি-প্রমানের মাধ্যমে পূজা গ্রহণ এটি আধুনিকতার লক্ষণ। মনসা নেতার সাহায্য ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। এতেই মনসার ক্রমশ: মানবিক সত্তায় উত্তোরণ এ কথা বলা যেতে পারে।

Reference :

১. বিশ্বাস, অচিন্ত্য (ভূমিকা ও সম্পাদনা), কবি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, নিউ বইপত্র, শ্রবণ, ১৪২৪ (ইং আগস্ট, ২০১৭), পৃ. ২৬

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রীকুমার, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা: আদি:মধ্য:আধুনিক যুগ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৯, পরিবর্ধিত সংস্করণ : ১৯৬৩, পৃ. ৪৩ - ৪৪

৩. বিশ্বাস, অচিন্ত্য (ভূমিকা ও সম্পাদনা), কবি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, নিউ বইপত্র, শ্রবণ, ১৪২৪ (ইং আগস্ট, ২০১৭), পৃ. ১৭২

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

৬. ইসলাম নজরুল, সঞ্চিতা, ডি. এম. লাইব্রেরী/৪২ বিধান সরণি/কলকাতা-৭০০০০৬, পৃ. ২৩

৭. বিশ্বাস, অচিন্ত্য (ভূমিকা ও সম্পাদনা), কবি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, নিউ বইপত্র, শ্রবণ, ১৪২৪ (ইং আগস্ট, ২০১৭), পৃ. ২০০

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪